কুষ্টিয়ার চারজন লেখকের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

কুষ্টিয়ার চারজন লেখকের ৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। শনিবার (৬ জুলাই) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের আঞ্জুম কিচেনে এক অনুষ্ঠানে এই বইগুলোর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বইগুলো হলো নূরুন নাহার ইকবাল এর লেখা উপন্যাস ‘একগুচ্ছ নীলপদ্ম একজন জলপরী এবং গড়াই নদ’ হাসিনা রহমানের জৈবনিক উপন্যাস ‘ফিরে দেখা’ ও ভ্রমণ কাহিনী ‘কাবুলে কুড়ি দিন’, সাফিনা আঞ্জুম জনীর কাব্যগ্রন্থ ‘ধূপকাঠি’ এবং নাজমুন নাহারের কাব্যগ্রন্থ ‘মায়ার তির’।

প্রথিতযশা সাহিত্য চর্চাকেন্দ্র ‘কাব্যকথা পরিষদ’ এর তত্বাবধানে এই বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার ড. প্রফেসর সেলিম তোহা।

লেখক ও সংগঠক হাসান টুটুলের সঞ্চালনায় জমকালো এই অনুষ্ঠানে বই, সাহিত্য, ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মূল্যবান ও বিস্তর আলোচনা করেন রাজশাহী সরকারী কলেজের প্রফেসর হেলালুন নাহার, খ্যাতিমান সাংবাদিক দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রশীদ চৌধুরী, কবি ও আবৃত্তি শিল্পী আলম আরা জুঁই, কুষ্টিয়া মহিলা কলেজের সহযোগি অধ্যাপক অজয় মৈত্র, সহযোগি অধ্যাপক কবি হাশিম কিয়াম, লেখক মুনশী সাঈদ, ছড়াকার আব্দুল্লাহ সাঈদ, কবি, লেখক ও উপস্থাপক কনক চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবি সেলিম খান, তরুণ আলোচক সিদ্দিক প্রামানিক।

বই মানুষকে জাগ্রত করে উল্লেখ করে বই মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস থাকলে স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় এবং মন প্রফুল্ল থাকে। এই অভ্যাস আমাদের মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে এবং মন সংযোগ বাড়িয়ে তোলে। বই-ই ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সব অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার চাবিকাঠি। কাজেই আমাদের বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতেই হবে।

বক্তারা আরও বলেন, সাহিত্য হচ্ছে একটি দেশের দর্পনস্বরুপ।

সাহিত্য যারা চর্চা করে তারা দেশের জন্য কাজ করে। সাহিত্যকর্ম ব্যক্তিকে মার্জিত করে তোলে। সৃজনশীল সাহিত্য মননশীল মানুষ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার হাতিয়ার। তাই সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সৃষ্টিশীল মানুষকে সম্মান করতে হবে এবং তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠনকে প্রাণবন্ত করতে প্রফেসর হেলালুন নাহার, সাফিনা আঞ্জুম জনী, সাকিলা দোলা, আছমা আক্তার মিরু, তুলিকা বিশ্বাস, হোসনে আরা জামান, শাম্মী সুলতানা, মহুয়া সাদিয়া ফারজানা কন্ঠে কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাব্বির কোরাইশি, অরণ্য ইকবাল এবং সিয়াম।

ধানের জাত না চেনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে মিল মালিকদের চিঠি

ধানের জাত ঠিকমতো না চেনায় কুষ্টিয়ার খাজানগরের চালকল মালিকরা ধানের জাত ও জাতের নমুনা চেয়ে কুষ্টিয়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে চিঠি দিয়েছে কুষ্টিয়ার অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

গতকাল রোববার (৩০ জুন) কুষ্টিয়ার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার দপ্তরে এ চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি ওমর ফারুক উল্লেখ করেন, চালের বস্তার গায়ে ধানের জাত লিখতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রাইস মিল (চালকল) মালিকদের। এজন্য সরকারের তালিকাভুক্ত ধানের জাতের নাম ও নমুনা সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ওমর ফারুক জানান, সরকার বলছে, মিনিকেট বলে কোনো ধান নেই। কিন্তু আমরা এ নামে ধান কিনছি কৃষকদের কাছ থেকে। তাহলে ওই ধানের ক্ষেত্রে বস্তায় কি লিখব, তা জানার জন্যই এ চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল থেকে চালের বস্তায় ধানের জাত, মিলের ঠিকানা ও দাম

লেখা বাধ্যতামূলক করা হলেও এখনও হাট-বাজার ও আড়তে কার্যকর হয়নি সরকারি সেই নির্দেশনা। বিক্রেতারা বলছেন, মিল মালিকদের কাছ থেকে নির্দেশনাযুক্ত চালের বস্তা হাতে পাননি তারা।

কুষ্টিয়ার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা সুজাত হোসেন খান জানান, অন্য জাতের ধান থেকে মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করে লাভবান হন মিল মালিকরা। তাই তারা এসব চিঠি দিচ্ছেন। চিঠিটি ঊর্ধ্বতন মহলে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনা এলে, তা বাস্তবায়ন করা হবে।

জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, সরকার অনুমোদিত জাতের ধান ছাড়া অন্য নামে যেমন মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করার সুযোগ নেই। করতে দেওয়া হবে না।

কুষ্টিয়ার খাজানগরে ৫০টির মতো অটোমেটিক রাইস মিল থেকে সারাদেশের সরু চালের সিংহভাগ সরবরাহ করা হয়। ধানের জাত যেটাই হোক, এখান থেকে মিনিকেট নামের চালই বেশি সরবরাহ হয়ে থাকে। মিনিকেট চালের চাহিদা বেশি থাকায় বাজার চড়ে যায়। এ কারণেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিপত্র জারি করেছে যে চালের বস্তার গায়ে ধানের জাতের নাম ও চালের দাম লিখে দিতে হবে। আড়াই মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ মিল মালিক বস্তার গায়ে এসব তথ্য লিখছেন না।

অপরদিকে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কুষ্টিয়ার বেশিরভাগ কৃষকই তাদের ধানের জাতের নাম উল্লেখ করেই বিক্রি করেন। এছাড়া কৃষি বিভাগও ধানের জাত উল্লেখ করেই বীজ বিতরণ ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী উৎপাদিত ধানের জাত উল্লেখ থাকে। তবে মিলাররা এসব ধানকে সরু করে মিনিকেট বলে বিক্রি করেন। জাত উল্লেখ করে বিক্রি করলে মিলারদের মিনিকেটের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা এমনটা করছেন।

এছাড়া অদৃশ্য কারণেই কুষ্টিয়ার চালকল মালিকরা প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করে আসছেন। এর মধ্যে জাত না চেনার এ চিঠি তথ্য গোপন করে মিনিকেট বাজারজাত ও সরকারি নির্দেশনা অমান্যের জন্য কালক্ষেপণ মাত্র-এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কোহাজ্জেল হোসেন (১৫)নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোর কোহাজ্জেল হোসেন মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামে গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আজ শনিবার বিকেলের দিকে বাড়ির পাশের মাঠে ঘাস কাটতে যায় কোহাজ্জেল। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কোহাজ্জেল গত বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কেয়ারটেকারের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মনির হোসেন মনি (৮০) নামে এক বৃদ্ধ কেয়ারটেকারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (২৯ জুন) দুপুরে উপজেলার বিজনগর গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহের হাত এবং পা পোড়ানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নিহত বৃদ্ধের নাম মনির হোসেন মনি ওই এলাকার মৃত আকুব্বরের ছেলে এবং স্থানীয় আব্দুর রাজ্জাক মিঠুর বাড়ির কেয়ারটেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে এই বাড়ীর কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করেন তিনি। একাই থাকতেন ওই ঘরে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বিজনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে কেয়ারটেকার হিসেবে দেখাশোনা করতেন বৃদ্ধ মনি। ওই বাড়ির বাইরের একটি ঘরে তিনি থাকতেন।

আজ শনিবার দুপুরে স্থানীয়রা মনিকে দেখতে না পেয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বিছানা মনিরের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। নিহতের হাত ও পা পোড়ানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কারা এবং কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেসব বিষয় জানার জন্য কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রেন থেকে এক কেজি হিরোইন জব্দ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এবার ট্রেনে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন এক কেজি হিরোইন জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭বিজিবি) সদস্যরা। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় নি।

বৃহস্পতিবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়া (৪৭ বিজিবি) ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মোর্শেদ রহমান পিএসসি এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে খুলনাগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়কের সার্বিক নির্দশনায় ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন ভারতীয় এক

কেজি গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। এ ব্যাপারে পোড়াদহ রেলওয়ে (জিআরপি) থানায় সাধারণ ডায়েরি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এর আগে ৩০ মে কুষ্টিয়ায় ট্রেনের মধ্যে থেকে ২ কেজি ৫শ গ্রাম কোকেন জব্দ করে বিজিবি সদস্যরা। রাজশাহী থেকে খুলনাগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরাধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় এ কোকেন জব্দ করে।

জিয়াউর রহমানকে হত্যার স্বীকার হতে হয়েছিল: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে হত্যার স্বীকার হতে হয়েছিল, এটা সাধারণ মৃত্যু ছিল না। জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার সময়ে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। দুইবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের হত্যার বিচার করতে পারেননি তারা। এখন বিএনপির নেতারা বলছেন তাকে পরিকল্পতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ‘জেলা রিপোর্ট প্রকাশনা’ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের তিনি এসব কথা বলেন।

জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থেকেও কেন তার স্বামীর হত্যার বিচার করতে পারেননি এটা আমার প্রশ্ন। বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন, সুস্থ হয়ে আবারও তাকে রাজনীতির মাঠে ফিরে আসার আহবান জানান হানিফ।

হানিফ ভারত প্রসঙ্গে বলেন, ভারতকে কী বেশি দেওয়া হয়েছে, সেটা বিএনপি ক্যাটাগরি ঠিক করে স্পষ্টভাবে যদি বলত তাহলে তা বোঝা সহজ হতো। কিন্তু বিএনপি মিথ্যা রাজনীতি ও স্ট্যান্ডবাজি করে টিকে

থাকতে চায়। বিএনপিকে এসব অযৌক্তিক কথাবার্তা না বলার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা সহ সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সুস্থ জীবনযাপনে সচেতনতা বাড়াতে কুষ্টিয়ায় যোগ দিবস পালন

একটি সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যোগব্যায়ামকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে কুষ্টিয়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চে যোগ অনুশীলনের আয়োজন করা হয়।

সুস্থ জীবনযাপনে সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

রাজশাহীস্থ ভারতীয় সহকারী হাই কমিশন’র উদ্যোগে এবং রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া, ভোরের পাখি ও সম্মিলিত সামাজিক জোট, কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় ‘আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে’ বিভিন্ন বয়সী সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহন করেন।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত মঞ্চের সবুজ বেষ্টনীতে এ দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয় নানান অনুষ্ঠানের।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া, ভোরের পাখি ও সম্মিলিত সামাজিক জোটের সদস্যদের সমন্বয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার এডিশনাল গভর্নর অজয় সুরেকা বলেন, সুস্থ দেহ, সুন্দর মন-এটা আমরা সবাই চাই। শুধু চাইলেই হবে না, এজন্য আমাদের নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে। যোগচর্চা আমাদের শরীর ও মন উভয়কেই উৎফুল্ল রাখে বলেও জানান তিনি।

এসময় যোগ ব্যায়ামের গুরুত্ব এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় যুব সংগঠনের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ

কুষ্টিয়ায় নির্বাচিত যুব সংগঠনের মাঝে অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

কুষ্টিয়া জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার,সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আতিকুল ইসলাম।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কুষ্টিয়া জেলার নির্বাচিত ১০টি যুব সংগঠনের মাঝে এ অনুদান দেয়া হয়।

কুষ্টিয়ায় এশিয়ান টিভির সাংবাদিককের উপর সন্ত্রাসীদের হামলা

কুষ্টিয়ায় বেসরকারি টেলিভিশন এশিয়ান টিভির স্টাফ রিপোর্টার, টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক সত্য খবর পত্রিকার সম্পাদক হাসিবুর রহমান রিজুর (৪৬) ওপর হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

গতকাল বুধবার বিকেল পাঁচটার দিকে কুষ্টিয়া শহরসংলগ্ন হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের হাটশ হরিপুর বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলায় হাসিবুরের দুই পা, দুই হাত ও মাথায় গুরুতর জখম হয়েছে। কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার শেষে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার রাত সাড়ে আটটার দিকে ঢাকায় পাঠানো হয়। এদিকে এ ঘটনায় বাবর আলাদা নামে একজনকে আটক করেছে কুষ্টিয়া মডেল থানা পুলিশ। এছাড়াও অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ তারা।

এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাতেই কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের নেতা-কর্মীরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, সাধারণ সম্পাদক আবু মণি জুবায়েদ ও কুষ্টিয়া টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনিসুজ্জামান ডাবলুর সঙ্গে বৈঠক করেন। সাংবাদিক নেতারা দোষীদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের সময়সীমা বেঁধে দেন ও কুষ্টিয়া মডেল থানায় গিয়েও বিক্ষোভ করেন। পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তার আশ্বাসে সাংবাদিকেরা তাঁদের কর্মসূচি স্থগিত করেন।

পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হাসিবুর বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় ৮ থেকে ১০ যুবক তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাঁদের হাতে থাকা হকিস্টিক ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকেন। মাটিতে ফেলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট দুই পা, দুই হাত ও মাথায় আঘাত করেন। শরীরের বিভিন্ন জায়গায়ও হকিস্টিক দিয়ে পেটানো হয়। এ সময় আরও ১৫ থেকে ২০ জন যুবক-কিশোর মারধরকারীদের ঘিরে রাখেন। বাজারে থাকা লোকজন এগিয়ে আসার সাহস পান না।

খবর পেয়ে পুলিশ ও হাসিবুরের স্বজনেরা গুরুতর জখম অবস্থায় হাসিবুর রহমান রিজুকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার করানো হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা: তাপস কুমার সরকার বলেন, হাসিবুরের দুই পা, দুই হাত ও মাথায় আঘাতে জখম হয়েছে। মাথায় চারটি সেলাই পড়েছে। দুই পা থেঁতলানো। বাঁ হাতের রক্তনালি কেটে গেছে। এটা গুরুতর। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাতাড়ি মারধর রয়েছে। তাঁর অবস্থা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

রাত সাড়ে আটটার দিকে হাসিবুরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় পাঠানো হয়। হাসপাতালে কুষ্টিয়ায় কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা ভিড় করেন।

এদিকে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেওয়ার সময় হাসিবুর সাংবাদিকদের কাছে ঘটনায় জড়িত কয়েকজনের নাম বলে গেছেন। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। হাসিবুর বলেন, হামলাকারীর মধ্যে রয়েছে হাটশ হরিপুর এলাকার শিপন, আসলাম, মুরাদ, ফারুক, সাজ্জাদসহ আরও ১০ থেকে ১৫ জন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) পলাশ কান্তি নাথ বলেন, পুলিশের কর্মকর্তারাও হাসিবুর রহমান রিজুর দেওয়া নামগুলোর প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছেন। হামলার পেছনে পারিবারিক বা এলাকাভিত্তিক কোনো বিরোধ থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে রাতে হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের বোয়ালদহ এলাকার মৃত: আকবর আলীর ছেলে মো: বাবর আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা।

র্যাবের অভিযানে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্প মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মিরাজুল ইসলাম(৪৬) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে। এসময় তার স্ত্রী মোছা: সীতা খাতুন (৩৭) পালিয়ে গেছে।

আটক মিরাজুল ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট গ্রামের মৃত ওমেদ আলী মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৬ জুন) সকাল ৮ টার সময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কবুরহাট (সর্দারপাড়া) এলাকায় ধৃত আসামী মোঃ মিরাজুল ইসলামের বাড়িতে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার বসতবাড়ির একটি কক্ষ থেকে সাড়ে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তার স্ত্রী মোছাঃ সীতা খাতুন সুকৌশলে পালিয়ে যান। গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৪ লাখ সাড়ে ৬৬ হাজার টাক বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান সঙ্গীয়ফোর্সসহ মাদক বিরোধী এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানী কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুজ্জামান জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামীদ্বয় পরস্পর যোগসাজসে দীর্ঘদিন যাবৎ লোক চক্ষুর আড়ালে কুষ্টিয়া জেলা সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য কেনা-বেচা করে এলাকার যুব সমাজকে ধ্বংস করছে।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় কুষ্টিয়া সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামী ও উদ্ধারকৃত আলামত আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কুষ্টিয়া জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।